Escape : Isaac Asimov

এ্যাস্কেপ

হাইপার বেস থেকে সুজান ক্যালভিন ফিরে এসে দেখে আলফ্রেড লেনিং অপেক্ষা করছেন তার জন্যে। বৃদ্ধ লোকটি কখনো তাঁর বয়সের কথা উল্লেখ করেননি, তবে সবাই জানে তিনি পঁচাত্তর পার করেছেন। এখনো তাঁর মন ধারাল, মননে তরুণ, তিনি ডাইরেক্টর এমরিটাস অব রিসার্চ-এ বোগার্টের মতো অ্যাকটি-ডিরেক্টরের পদাধিকার দখল না করলেও অফিসে হাজিরা দিচ্ছেন নিয়মিত।

'হাইপার অ্যাটোমিক ড্রাইভ-এর কত কাছাকাছি এসেছে ওরা ?' জিজ্ঞেস করলেন লেনিং।

'আমি জানি না,' বিরক্তিকর সুরে জবাব দিল সুজান। 'জিজ্ঞেস করিনি।'

'হুম্‌ম। তাড়াতাড়ি আসাই ভালো। না এলে কনসোলিডেটেড ওদের ধরে ফেলতে পারে। আমাদেরও সেই সাথে ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'কনসোলিডেটেড। এটা দিয়ে কী কাজ ওদের ?'

'মেশিন নিয়ে বিশ্লেষণ শুধু আমরাই করছি না ? আমাদেরটা পজিট্রনিক হতে পারে। তার মানে এ নয় তারা আমাদের চেয়ে ভালো। এ নিয়ে বড় ধরনের মিটিং ডেকেছে রবার্টসন আগামীকাল। তোমার আগমনের অপেক্ষায় ছিল।'

banglainternet.com

ইউ.এস.রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশন-এর রবার্টসন হল এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতার ছেলে। সে খাড়া নাক সটান করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল তার জেনারেল ম্যানেজারের দিকে, কথা বলার

সময় লাফিয়ে উঠল কণ্ঠার হার, 'শুরু করো। যা বলার খোলাখুলি বলবে।'

চটপট শুরু করে দিল জেনারেল ম্যানেজার। 'বস্, মাসখানেক আগে কনসোলিডেটেড রোবটস আমাদের কাছে অদ্ভুত একটা সমস্যা নিয়ে আসে। তারা পাঁচ টন ফিগার, ইক্যুয়েশন ইত্যাদি নিয়ে আসে। ব্রেন-এর কাছ থেকে সমস্যাটার সমাধান চায় তারা। সমস্যাটা একটি ইন্টারস্টেলার ইঞ্জিনের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে—'

রবার্টসন বলল, 'আমি যদ্দুর জানি ওদের একটা থিঙ্কিং মেশিন আছে। তাই না ?'

'জ্বী, স্যার। কনসোলিডেটেড-এর একটি থিঙ্কিং মেশিন ছিল। ওটা ভেঙে গেছে।'

'কী !' লাফিয়ে উঠল রবার্টসন।

'জ্বী। ভেঙে গেছে। কেউ জানে না কেন। ওটা স্রেফ এখন আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। ওদের আরেকটা মেশিন তৈরি করতে ছয় বছর সময় লাগবে।'

সুজান ক্যালভিন বলল, 'আমরা কনসোলিডেটেড-এর সমস্ত তথ্য লজিকাল ইউনিটে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমরা ইউনিটগুলো ব্রেন-এ ঢোকাব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। ফ্যাক্টর যখন প্রবেশ করবে–এখন সৃষ্টি হবে ডিলেমা বা উভয় সঙ্কট–ব্রেন-এর শিশু ব্যক্তিত্ব ইতস্তত : করতে থাকবে। ওটার সেন্স অব জাজমেন্ট পরিণত নয়। ডিলেমা বা এ ধরনের কিছু একটা চেনার জন্যে আগে দরকার হবে প্রত্যক্ষ বিরামকাল। আর ওই বিরামকালে ওরা ইউনিটটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ?' কণ্ঠার হাড় ঘনঘন ওঠানামা করছে রবার্টসনের।

অধৈর্য গলায় ড. ক্যালভিন বলল, 'হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত।'

জেনারেল ম্যানেজার বলে উঠল, 'তাহলে গোটা ব্যাপারটা এসে দাঁড়াল, চিফ। কাজটা আমরা নিলে এটার মধ্যে এভাবে তাহলে প্রবেশ করতে পারব। ব্রেন আমাদেরকে বলে দেবে ইনফরমেশনের কোনো ইউনিট ডিলেমার সাথে সংযুক্ত। ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারব উভয় সঙ্কটটা কেন ? ঠিক বলছি না, ড. বোগার্ট ? আপনি আছেন চিফ।

আছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ড. বোগার্ট। আমরা কনসোলিডেটেডকে "নো সল্যুশন" জবাব দেব। হাতিয়ে নেব কয়েকশো হাজার ডলার। ওরা পাবে একটা ভাঙা যন্ত্র, আমরা পুরোটা। এক, বড় জোর দুই বছরের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব স্পেসওয়ার্প ইঞ্জিন বা হাইপার-অ্যাটমিক রোবট। সে যে নামেই ডাকুক না কেন ? ওটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো জিনিস।

খিকখিক করে হাসল রবার্টসন। বলল, 'দেখি তো কন্ট্যাক্টটি। আমি এতে সাইন করব।'

দ্য ব্রেনকে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। ড. সুজান ক্যালভিনকে ভল্টে ঢুকতে দেখে নিরাপত্তা কর্মীরা চলে গেল।

ব্রেন আসলে ফুট দুয়েক লম্বা একটি গ্লোব বিশেষ–ওটার ভেতরে হেলিয়াম অ্যাটমস্ফিয়ার তৈরি করা হয়েছে। এই আবহে কম্পন নেই এবং এটা সম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয় মুক্ত। আর ওটার মধ্যে রয়েছে ভয়ানক জটিল পজিট্রনিক গ্রেন পাথ যা ব্রেন নামে পরিচিত। এছাড়া গোটা ঘরে বিভিন্ন অ্যাটাচমেন্ট ছড়ান। এগুলো ব্রেনের সাথে বাইরের পৃথিবীর সম্পর্ক রেখে চলে।

ড. কেলভিন নরম গলায় বলল, 'কেমন আছ, ব্রেন ?'

ব্রেনের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ, উচ্ছ্বাসে ভরপুর। জবাব দিল, 'ভালো, মিস সুজান। বুঝতে পারছি আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছেন। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করতে আসেন, সব সময় আপনার হাতে বই দেখি।'

ড. কেলভিন মৃদু হাসল, 'ঠিকই ধরেছ। তবে তোমাকে আজ এমন একটি প্রশ্ন করব যার জবাব দিতে হবে লিখিত। তবে এখনই নয়। আগে একটু কথা বলি তোমার সাথে।'

'বলুন। কথা বলতে আমার আপত্তি নেই।'

'শোনো, ব্রেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ড. লেনিং এবং ড. বোগার্ট তোমার কাছে আসবেন জটিল প্রশ্নটি নিয়ে। খুব সাবধানে জবাব দিতে হবে তোমাকে। তোমাকে কিছু একটা জিনিস তৈরি করতে বলা হবে

banglainternet.com

তথ্য দিয়ে। তবে তোমাকে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি সমাধানটা...আর ইয়ে...মানুষের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।'

'গশ্ !' আঁতকে উঠল ব্রেন।

'কাজেই দেখ। আমরা একটা শিট নিয়ে আসব তোমার কাছে যার অর্থ শুধু ক্ষতি নয়, মৃত্যুও হতে পারে। এক্ষেত্রে, দেখতেই পাচ্ছ, ব্রেন–আমরা মৃত্যুকে পরোয়া করব না। কাজেই ওই শিটটি যখন তোমার কাছে যাবে, তুমি কাজ বন্ধ করে দেবে–ফিরিয়ে দেবে ওটা। বুঝতে পেরেছ ?'

'অবশ্যই। কিন্তু মানুষের মৃত্যু ! ওহ্, গড্ !'

'ড. লেনিং এবং ড. বোগার্টের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আসছেন এদিকেই। ওরা তোমাকে সমস্যার ব্যাপারে খুলে বলবেন। তারপর তুমি শুরু করবে। এ গুড বয়। নাউ—'

আস্তে আস্তে শিটটি ঢোকান হল ব্রেনের কম্প্যুটারে। ফিসফিস, খিকখিক নানা শব্দ হতে লাগল ব্রেন থেকে। মানে কাজ শুরু করে দিয়েছে ব্রেন। তারপর নীরবতা। অর্থাৎ আরেকখানা শিট নেয়ার জন্যে প্রস্তুত ব্রেন। বেশ সময় লাগল সতেরোটা মোটা ভল্যুমের ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স ব্রেনকে খাওয়াতে। কিন্তু শেষ শিটখানা খাওয়ার পরে ক্যালভিন মুখ সাদা করে বলল, 'কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।'

লেনিং কোনো মতে বললেন, 'তা হতে পারে না। ওটা কি মরে গেছে ?'

'ব্রেন ?' কাঁপা গলায় বলল ক্যালভিন। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ব্রেন ?'

'হাহ্ ?' ভেসে এল জবাব। 'আমাকে আপনার দরকার ?'

'সমাধানটা—'

'ও, আচ্ছা। ওটা আমি করে দিতে পারব। আমি আপনাকে গোটা একটা শিট তৈরি করে দিতে পারব–যদি কিছু রোবট দেন আমাকে। সুন্দর শিপ বড় জোর মাস দুই লাগবে বানাতে।'

'কোনো জটিলতা নেই ?'

'ফিগার আউট করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে,' জবাব দিল ব্রেন।

ড. ক্যালভিন আর কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়ান। তার চেহারা রক্তশূন্য। অন্যদেরকেও ইঙ্গিত করল তার সাথে আসতে।

অফিসে ঢুকে ক্যালভিন বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আমি। যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে ডিলেমা সৃষ্টি হবার কথা। কিন্তু কী যে সমস্যা হল—'

বোগার্ট বলল, 'যন্ত্রটা কথা বলতে পারে, উপলব্ধি ক্ষমতাও রয়েছে। এটা ডিলেমা হতে পারে না।'

ড. ক্যালভিন বলল, 'ডিলেমা হতে বাধ্য।'

লেনিং বললেন, 'সাপোজ মনে করো কোনো ডিলেমা নেই। সাপোজ, কনসোলিডেটেড-এর মেশিন ভেঙে গেছে ভিন্নধর্মী প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে কিংবা মেকানিক্যাল কোনো কারণে।'

'সে যাই হোক,' গোঁ ধরে রইল ক্যালভিন। 'আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। শুনুন। এখন থেকে আমি ছাড়া কেউ ব্রেন-এর সাথে কথা বলবেন না। পুরো ব্যাপারটা আমি একাই দেখব।'

'ঠিক আছে", দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেনিং। দেখ তাহলে।' এদিকে ব্রেন শিপ তৈরি করতে থাকুক। শিপ বানাতে পারলে ওটাকে আমরা পরীক্ষা করে দেখব।'

দুই মাস পরের ঘটনা।

আলফ্রেড লেনিং তাঁর অফিসের বাইরে দেখা করলেন ড. ক্যালভিনের সাথে। নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগার ধরিয়ে তাকালেন তার দিকে।

বললেন, 'ওয়েল, সুজান। ব্রেন নিয়ে তোমার কাজের অগ্রগতি কদ্দুর ?'

ডা. ক্যালভিন জবাব দিল, 'অধৈর্য হবার কিছু নেই। ব্রেন আমাদের কাছে সবচেয়ে দামি বস্তু।'

'কিন্তু তুমি তো ওকে দুমাস ধরে শুধু প্রশ্ন করে চলেছ। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।'

banglainternet.com

সুজান শান্ত ভঙ্গিতে কথা বললেও সে যে রেগে গেছে চেহারা দেখলে বোঝা যায়। সে বলল, 'তাহলে ব্যাপারটা আপনি নিজেই দেখতে চান ?'

'আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ?'

'বুঝব না কেন,' বলল সুজান, 'তবে ব্রেন কোনো কাজ করেনি এমন অভিযোগ ওকে করা যাবে না। ইতোমধ্যে ও একটা শিপ তৈরি করেছে। তবে ব্রেনের কাছ থেকে আমি যে সব রিয়্যাকশন পাচ্ছি তা স্বাভাবিক নয়। আর জবাবগুলোও ভারি অদ্ভুত। আর সমস্যাটা যতদিন ধরতে না পারছি, আমাদেরই সন্তর্পণে এগোতে হবে।'

লেনিং কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিকট সুরে বেজে উঠল অ্যালার্ম সিস্টেম। লেনিং চট করে কম্যুনিকেশন সুইচ অন করে দিলেন। যে খবর শুনলেন তাতে তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল।

তিনি বললেন, 'সুজান...নিজের কানেই তো শুনতে পেলে...ব্রেনের তৈরি জাহাজ হঠাৎ উদাও হয়ে গেছে। আধঘণ্টা আগে ওতে আমরা দুই ফিল্ডম্যানকে পাঠিয়েছিলাম। তাদেরসহ অদৃশ্য হয়ে গেছে শিপ। সুজান, যাও। ব্রেনের সাথে আবার কথা বলো গে।' সুজান ক্যালভিন জোর করে শান্ত রইল, 'ব্রেন, তোমার শিপের কী হল ?'

খুশি খুশি গলায় জবাব দিল ব্রেন, 'আমি যে শিপটি তৈরি করেছি ওটা, মিস সুজান ?'

'হ্যাঁ কী হয়েছে ওটার ?'

'কী আর হবে ? কিছু হয়নি। দুজন লোক ওটার ভেতরে ঢুকেছিল পরীক্ষা করার জন্যে। আমি ওটাকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হল রোবোসাইকলজিস্টের। বলল, 'বেশ কথা। কিন্তু ওরা ঠিক থাকবে তো ?'

'অবশ্যই ঠিক আসবে, মিস সুজান। আমি নিজে শিপটাকে বানিয়েছে। ওটা খুউব সুন্দর শিপ।'

'বুঝলাম সুন্দর। কিন্তু তোমার শিপে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আছে তো ? ওরা স্বস্তিবোধ করতে পারবে ?'

'প্রচুর খাবার আছে।'

'তবে ব্যাপারটা ওদের জন্যে একটা শক হতে পারে, ব্রেন। অপ্রত্যাশিত আঘাত। বুঝতেই পারছ।'

ব্রেন বলল, 'ওরা ঠিক থাকবে। বরং মজাই পাবে।'

'মজা পাবে ?' কীভাবে ?'

'মজা আছে বলেই পাবে,' বলল ব্রেন।

'আমরা শিপটার সাথে যোগাযোগ করতে পারব, ব্রেন ?'

'রেডিওতে কথা বললে ওরা শুনতে পাবে।'

'ধন্যবাদ, ব্রেন।' বলে লেনিংকে নিয়ে চলে এল সুজান।

লেনিং রাগে গর গর করতে করতে বললেন, 'গ্রেট গ্যালাক্সি, সুজান। ওটা যদি ওখানে যায় তাহলে আমরা শেষ। আমার লোকদেরকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন ওখানে মৃত্যু ভয় বা বিপদের আশঙ্কা রয়েছে কিনা ?'

'জিজ্ঞেস করিনি,' উদ্বিগ্ন গলায় বলল সুজান, 'কারণ এটা ডিলেমা কেস হলে সমস্যা দেখা দেবে। যাকগে, ব্রেন তো বলল ওদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। চলুন, ওদের সাথে যোগাযোগ করে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করি। ওরা বোধহয় কন্ট্রোলগুলো নিজেরা ব্যবহার করতে পারছে না। ব্রেন হয়তো রিমোটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছে শিপ।'

ব্রেন-এর শিপ পরীক্ষা করতে গিয়ে যে দুজন ফিল্ড ম্যান ফাঁদে পড়ে গেছে তারা হল মাইক ডোনোভান এবং গ্রেগরি পাওয়েল। শিপ-এর সর্বশেষ কক্ষে ঢোকার পরে ওরা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে দেখে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে ব্রেন-এর শিপ পারসেক।

গ্রেগ পাওয়েল বলল, 'এমন অবস্থায় এখনো পড়িনি। শিপের ম্যানুয়াল কন্ট্রোলের মধ্যে ইঞ্জিন নেই। পাওয়ার কোত্থেকে আসছে তাও বুঝতে পারছি না। নির্ঘাৎ রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালান হচ্ছে এটা।'

ডোনোভান বলল, 'ব্রেনের কন্ট্রোল ?'

'কেন নয় ?'

banglainternet.com

'তার মানে আমাদের এখানে বসে থাকতে হবে যতদিন পর্যন্ত না ব্রেন আমাদের ফিরিয়ে না নিয়ে যায়।'

'হতে পারে। তবে অপেক্ষা করে দেখি। ব্রেন রোবট ছাড়া কিছু নয়। ও রোবোটিক্সের প্রথম আইন মেনে চলতে বাধ্য। মানুষকে আঘাত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তবে এখানে আমরা বোধহয় আরামেই থাকব। জায়গাটা উষ্ণ। আলো আছে। বাতাস আছে।'

'বোকার মতো কথা বলো না, গ্রেগ। আমরা খাব কী ? পান করব কী ? কোথায় আছি তাই তো জানি না। জানি না ফিরে যাবার কী উপায়। কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হলে কোত্থেকে বেরুব, কী স্পেট স্যুট পরব কিছুই বুঝতে পারছি না। এ শিপে বাথরুম পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার। আর তুমি বলছ আরামে আছি।'

এমন সময় একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল। ধাতব, খনখনে কণ্ঠ। ভেসে এল বাতাসে।

'গ্রেগরি পাওয়েল ? মাইকেল ডোনোভান ! গ্রেগরি পাওয়েল ! মাইকেল ডোনোভান ! প্লিজ, তোমাদের অবস্থান জানিয়ে রিপোর্ট করো। তোমাদের শিপ যদি কন্ট্রোলের জবাব দেয়, তাহলে বেস-এ ফিরে এস। গ্রেগরি পাওয়েল ! মাইকেল ডোনোভান !' বারবার একঘেয়ে সুরে একই কথা বলে গেল ধাতক কণ্ঠটি।

ডোনোভান জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে আসছে কথাগুলো ?'

'জানি না', ফিসফিস করে জবাব দিল পাওয়েল। 'আলো কোত্থেকে আসছে ? অন্য আরো অনেক কিছু কোত্থেকে আসছে ?'

'এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?' ওরা ধাতব কণ্ঠের বিরতির মাঝে চালিয়ে গেল আলাপচারিতা।

দেয়াল নগ্ন-মসৃণ। পাওয়েল বলল, 'জবাব দাও।'

'তাই করল ওরা। চেঁচিয়ে বলল, 'অবস্থান অজানা ? শিপ নিয়ন্ত্রণহীন। অবস্থা গুরুতর !'

'কিন্তু তারপরও ধাতব কণ্ঠটা একভাবে কথা বলে যেতে লাগল।

'ওরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না,' হাঁপিয়ে উঠল ডোনোভান।

'খবর পাঠানোর কোনো উপায় দেখছি না এখানে। দেয়ালে স্রেফ একটা রিসিভার ছাড়া।'

আস্তে আস্তে কণ্ঠটি ম্লান হয়ে এল, তারপর ফিসফিসে শোনাল। সবশেষে নেমে এল নীরবতা।

মিনিট পনেরো পরে পাওয়েল বলল, 'জাহাজটা আরেকবার খুঁজে দেখি চল। কিছু খেতে হবে তো।'

ডান এবং বামের করিডরে ঢুকে পড়ল দুজনে আলাদাভাবে। ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে। খাবার আগে খুঁজে পেল পাওয়েল। করিডরের দেয়াল এক পাশে সরে যেতে দুটো শেলফ দেখতে পেল সে। ওপরের সেলফ বোঝাই লেবেলহীন বেশ কিছু ক্যান। আর নিচের শেলফে রয়েছে এনামেল করা ক্যান। পাওয়েল অবাক হয়ে দেখল নিচের অংশটা আসলে রেফ্রিজারেটর।

একটা ক্যান খুলে ফেলল পাওয়েল। সিদ্ধ সিমের গন্ধে ভরে গেল ঘর। এক মুঠো সিম মুখে পুরে ডোনোভানকে ডাকল পাওয়েল। ওকেও সিম খেতে দিল। ডোনোভান সিম খেতে খেতে বলল, 'শিপে শুধু এ জিনিসটাই আছে ? সিম ?'

'সম্ভবত,' বলল পাওয়েল।

'আর নিচের শেলফে কী আছে ?'

'দুধ।'

'শুধু দুধ ?' চেঁচিয়ে উঠল ডোনোভান রাগে।

'দেখি তো খুলে।'

দুধ আর সিমের ক্যান নিয়ে ওরা শেলফ ছেড়ে চলে আসছে, গোপন দেয়ালটি আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পাওয়েল। 'এখানে সব কিছুই অটোমেটিক। এমন অসহায় বোধ করিনি কোনোদিন।'

banglainternet.com

ইউ.এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের অফিসে বসে আলফ্রেড লেনিং উদ্বেগের সুরে বললেন, 'ওরা জবাব দিচ্ছে না। আমরা সব ধরনের ওয়েভ লেংথে চেষ্টা করেছি। বাদ দিইনি পাবলিক,

কোডেড, স্ট্রেইট কোনো কিছুই। আর ব্রেন কি এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না ?' শেষ প্রশ্নটা তির্যক ভঙ্গিতে ছুড়ে দেয়া হল ড. সুজান ক্যালভিনের উদ্দেশে।

সুজান বলল, 'এ ব্যাপারে ব্রেন মুখ খুলতে চাইছে না, আলফ্রেড। আমি চাপ দিলে ওটা গম্ভীর হয়ে যায়। কেউ কী কখনো গম্ভীর হয়ে যাওয়া রোবটের কথা শুনেছে ?'

'ঘটনাটা খুলে বলুন, সুজান', বলল বোগার্ট।

'ঘটনা হল ব্রেন নিজেই গোটা জাহাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জাহাজের দুই যাত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত, তবে ব্রেন বোধহয় তার জাহাজকে ইন্টারস্টেলার জাম্প দেয়াচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাসতে শুরু করে। ওকে আমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। তবে হিস্টিরিয়া সারাতে জানি আমি। আমাকে আরো বারো ঘণ্টা সময় দিন। যদি ব্রেনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারি, ওটা শিপটিকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

ঘণ্টা দুই পরে বোগার্ট লেনিংকে ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলল, 'আমি আপনাকে বলছি লেনিং। ইন্টারস্টেলার জাম্পে জীবনের অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে না। পদার্থ এবং শক্তির অস্তিত্ব থাকে না এই জাম্পে। আমি ভয় পাচ্ছি, ঘটনাটা ঘটলে ডোনোভান এবং পাওয়েলকে আর কোনোদিন ফিরে পাব কি না।'

ব্রেন-এর জাহাজ তারার রাজ্য দিয়ে উড়ে চলেছে। তবে এ নক্ষত্রমণ্ডলী অচেনা ডোনোভান এবং পাওয়েলের কাছে। জাহাজের দেয়াল ভীষণ ঠাণ্ডা, আলোগুলো অস্বাভাবিক জ্বলছে ; গজের নিডলটা একটায় নির্দেশ করছে জিরোতে। ডোনোভান এবং পাওয়েল দুজনেরই কেমন অদ্ভুত সব অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা চেপে বসেছে ওদের ওপর। শ্বাস নিতে পারছে না। একটা কম্পনও টের পাচ্ছে ওরা। ওরা বুঝতে পারছে জাহাজটা ইন্টারস্টেলার জাম্প-

এর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ইন্টারস্টেলার জাম্প কী জিনিস দুজনেরই ভালো জানা আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল পাওয়েল এবং ডোনোভানের শরীরে। তীব্র যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাল ওরা।

কতক্ষণ পরে, জানে না ওরা, ফিরে পেল জ্ঞান। ডোনোভান প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে পাওয়েলেকে বলল, 'গ্রেগ, আমরা কি মরে গিয়েছিলাম ?'

পাওয়েল বলল, 'আমার তাই মনে হচ্ছিল।' নিজের কর্কশ কণ্ঠ নিজের কাছেই কেমন অচেনা শোনাল।

ডোনোভান উঠে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'আমরা সত্যি বেঁচে আছি নাকি ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতাগুলোর আবার মুখোমুখি হতে হবে ?'

'মনে তো হচ্ছে বেঁচে আছি,' কর্কশ গলায় বলল পাওয়েল। 'তুমি কিছু শুনতে পেয়েছিলে...মানে তুমি মরে গিয়েছিলে ?'

ডোনোভান খুব আস্তে মাথা দোলাল। বলল, 'হ্যাঁ। আর তুমি ?'

'আমিও শুনেছি। কফিনের কথা কে যেন বলল...এক মহিলা গান গাইছিল...নরকের আগুনের কথা বলছিল সে।'

বলতে বলতে ঘেমে নেয়ে গেল পাওয়েল।

কয়েক ঘণ্টা পর।

সুজান ক্যালভিন গত ছ'ঘণ্টা ধরে কথা বলছে ব্রেনের সাথে। কিন্তু ব্রেন কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। হাল ছেড়ে দেয়ার আগে সুজান বলল, 'ব্রেন, একটা প্রশ্নের অন্তত জবাব দাও। ইন্টারস্টেলার জাম্প করেছ তুমি ? ওরা কি অনেক দূরে চলে গেছে ?'

'হ্যাঁ। অনেক দূরে চলে গেছে। গ্যালাক্সি সিস্টেমের বাইরে।'

'ওখানে ওরা কী দেখেছে ?'

'তারা ছাড়া আর কী দেখবে ?'

'তারা ছাড়া আর কী দেখবে ?' পাল্টা প্রশ্ন করে ব্রেন।

'ওরা কি বেঁচে আছে এখনো ?'

banglainternet.com

'অবশ্যই।'

'ইন্টারস্টেলার জাম্প ওদের কোনো ক্ষতি করবে না?'

চুপ হয়ে গেল ব্রেন। শুকনো গলায় প্রশ্নটা করল সুজান। ব্রেন বলল, 'আমাকে জবাব দিতেই হবে?'

'যদি দিতে না চাও দিয়ো না। তবে দিলে খুব মজা হবে।' ওকে পটানোর চেষ্টা করল সুজান।

কিন্তু ব্রেন আর কিছু বলল না। চুপ হয়েই রইল।

সকল টেনশনের অবসান ঘটিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এল পারসেক। শিপ থেকে বেরিয়েই গ্রেগরি পাওয়েল জানতে চাইল, 'শাওয়ার কোথায়? গোসল করব।'

সবার কাছে আস্তে ধীরে গল্পটা বলল ডোনোভান এবং পাওয়েল। উপসংহার টানল সুজান ক্যালভিন। বলল দোষটা তারই। ব্রেনকে সি ভিলেমা তৈরি করতে বলে তার মাথাটা গোলমাল করে দিয়েছিল। বিশেষ করে মৃত্যুর কথা শুনে ব্রেন হিস্টিরিয়া রোগীর মতো আচরণ শুরু করে। তবে রোবোটিক্সের প্রথম সূত্র অমান্য করার অবকাশ ছিল না তার। তবে মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে। এটা ছিল ব্রেন-এর রসিকতা। তবে পারসেক-এর দুই যাত্রীকেই সে নিরাপদে রেখেছে। গোটা ব্যাপারটাই ছিল ব্রেন-এর নির্দোষ ঠাট্টা। তবে এই ঠাট্টায় একটা লাভ হয়েছে ইউ.এস. রোবটস-এর ইন্টারস্টেলার ভ্রমণ করে এসেছে। আর মানুষ পেয়েছে গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যে রাজত্ব করার সুযোগ।

'সবই বুঝতে পারলাম,' শেষে বললেন লেনিং। 'কিন্তু কনসোলিডেটেড-এর কী হবে?'

'এখানে আমার একটা পরামর্শ আছে,' বলে উঠল ডোনোভান।

'ওরা ইউ. এস. রোবটসকে একটা ঝামেলার মধ্যে ফেলতে চেয়েছিল। এবং এ কারণ আমাকে এবং পাওয়েলকে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতেও হয়েছে। এখন ব্রেন-এর তৈরি জাহাজটা ওদেরকে পাঠিয়ে দিন। আমরা টাকা পেয়ে যাব। আর যদি ওরা জাহাজটা পরীক্ষা করে

দেখতে চায় তাহলে ব্রেনকে বলব আগের মতো আবার একটু ঠাট্টা করতে।'

লেনিং গম্ভীর গলায় বললেন, 'পরামর্শটা মন্দ নয়।'

বোগার্ট অন্যমনস্কভাবে বলল, 'চুক্তি অনুসারে এটাই ঠিক আছে।'

অনুবাদঃ আরিফ আহমেদ

banglainternet.com